দৈনিক সংবাদ 004

তারিখ 20 MAR. 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম 7 ... ...

'বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা পাঠ্যক্রম চালু করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এয়ার-ভাইস মার্শাল (অব:) কে, এম আমিনুল ইসলাম বলেছেন: বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কোন পাঠ্যক্রম না থাকায় ভবিষ্যতে সরকারীভাবে এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

তিনি গত মঙ্গলবার জাতীয় হ্যালি পর্যবেক্ষণ কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশ দূর শিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বাইড) মিলনায়তনে হ্যালির ধূমকেতু সংক্রান্ত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে একথা বলেন।

সভায় বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ অধ্যাপক আবদুল জব্বার সৌর জগতের বিচিত্র আগন্তুক ধূমকেতুর আগমন এবং ধ্বংস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার ধূমকেতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি ধূমকেতু বড়জোর কয়েক হাজারবার সূর্যকে পরিক্রম করতে পারে। তারপর প্রতিবার আবর্তনে সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার ফলে এর ওজন হারানো ও অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে ধূমকেতু একটি গ্রহাণুর রূপ নেয় এবং ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। ৩ মিটার ব্যাসের এমন একটি গ্রহাণু যদি পৃথিবীতে কখনো পতিত হয় তা হলে যে পরিমাণ ধূলি উৎক্ষিপ্ত হবে তাতে সৃষ্ট ধূলিমেঘ সূর্যকে ঢেকে দিয়ে পৃথিবীতে বরফ যুগ ডেকে আনতে পারে।

ডঃ আবদুল্লা আল-মুতী বলেন, বহু লোকই ধূমকেতুর সাথে নানা রকম বিপর্যয়ের সম্ভাবনার কথা বলে।

• তিনি বলেন, ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কায় যে ধূমকেতু খণ্ড বা গ্রহাণু পতিত হয়েছিল তা ছিল হিরোসিমায় পতিত বোমার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী এবং আজকে যে পারমাণবিক শৈত্যের কথা বলা হচ্ছে তারও ধারণা সৃষ্টি হয় সেই দুর্ঘটনা থেকে। তবে এ রকম দুর্ঘটনা আমরা কোটি বছরে মাত্র এক আধবারই আশা করতে পারি। এছাড়া আর কোন ধরনের অমঙ্গল ধূমকেতু বয়ে আনে বলে জানা নেই।

প্রফেসর এ,আর খান বলেন, হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে সারা পৃথিবীতে আজকে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং অতীতেও হয়েছিল তার কারণ হ্যালির ধূমকেতুকে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে আকাশে দেখা যায় এবং এর গতিপথের ব্যাখ্যাও নির্ভুল।

তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের এখানে কোন মানমন্দির নেই, ভাল দূরবীন নেই এমন কি একটা ষ্টার চার্টও নেই। আমাদেরকে একটি হাতে তৈরী ষ্টার চার্ট নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়েছে এবং তাই নিয়ে গত অক্টোবর থেকে আমরা ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করে আসছি।

বিজ্ঞান যাদুঘরের পরিচালক ডঃ মোবারক আলী আখন্দ বলেন, আমরা আশা করতে পারিনি ধূমকেতু দেখার জন্য সাধারণ মানুষের মাঝে এত আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ভোর ৪ টা থেকে মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে আমাদেরকে কয়েক হাজার পর্যন্ত লোককে ধূমকেতু দেখাতে হয়েছে, যা প্রায় আমাদের সাধ্যের বাইরে।

বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ জনাব এফ আর সরকার জ্যোতির্বিদ্যাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল হক বলেন, শখ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। পৃথিবীতে বহু দেশেই মানুষের একটি প্রধান শখ আকাশ পর্যবেক্ষণ। আমাদের দেশেও হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে আজ যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিশেষ করে নবীনদের মধ্যে এই আগ্রহ যাতে ধরে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুসন্ধানী চক্রের সাধারণ সম্পাদক শাহজান মৃধা জানান, তারা ভাঙ্গা জাহাজের টুকরো, ফেলনা জিনিস ও সে সাথে কিছু ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি যোগ করে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিস্কোপ তৈরী করেছে এবং তা দিয়ে নিয়মিত সাধারণের জন্য হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্যে বাইড-এর পরিচালক ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম জাতীয় হ্যালি পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতি ভবিষ্যতে এদেশে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার প্রসারে উদ্যোগ রাখার আহ্বান জানান। আলোচনা সভার এক পর্যায়ে স্লাইড ও ভিডিও টেপের মাধ্যমে কি করে ধূমকেতু হঠাৎ করে সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং তার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়।